12602 - ফজররে কয়কে মনিটি পূর্ব থকেে রোযা শুরু করা বদিাত

প্রশ্ন

কোন এক দশেরে লোকেরো বলনে রোযা শুরু করার সময় হচ্ছ— ফজররে প্রায় দশ মনিটি পূর্ব থকেে। এ সময় থকেে মানুষ রোযা রাখা শুরু করে এবং পানাহার থকেে বরিত থাকে। তাদরে এ কর্ম কি সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এ কর্ম সঠকি নয়।

কনেনা আল্লাহ্তাআলা রোযাদাররে জন্য ফজর উদতি হওয়া পরস্ফিুট হওয়া অবধি পানাহার করা বধৈ করছেনে। আল্লাহ্তাআলা বলনে: "আর কালো রখো থকেে প্রভাতরে সাদা রখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চলে গয়িে ভোররে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমেরা পানাহার কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

ইমাম বুখারী (১৯১৯) ও ইমাম মুসলমি (১০৯২) ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শিা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে বলিাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দতিনে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: 'ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দয়ো পর্যন্ত তোমেরা পানাহার কর। কনেনা সে ফজর না হলে আযান দয়ে না'।

ইমাম নববী বলনে:

"এ হাদসিে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য বষিয় জায়যে হওয়ার দললি রয়ছে।"[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলনে:

"এ যামানায় রমযান মাসে ইবাদতরে ক্ষত্রেে সতর্কতা অবলম্বনরে দোহাই দয়িে ফজররে প্রায় তহোই ঘন্টা পূর্বে দ্বতিীয় আযান দয়ো এবং বাতি নভিানোর যে প্রথা চালু করা হয়ছে;ে যে বাতগিুলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদ্ধি হওয়ার আলামতস্বরূপ — সটো নকিৃষ্ট বদিাত।"[সমাপ্ত]

কোন কোন ক্যালন্ডোরে রোযা শুরু করার সময় ফজর হওয়ার ২০ মনিটি পূর্বে নর্িধারণ করা সম্পর্কে শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে:

এটি বিদাত। সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। বরং সুন্নাহ হচ্ছে এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ্তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন: "আর কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে ফজর না হলে আযান দেয় না"। রোযা শুরু করার ক্ষেত্রে কিছু লোক আল্লাহ্যতটুকু ফরয করেছেন তার চেয়ে যে সময় বাড়াচ্ছেন এটি বাতিল এবং আল্লাহ্র ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল।"[সহিহ মুসলিম (২৬৭০)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।